দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 29 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

স্কুলের জায়গা দিতে কলেজ ভবন ভাঙার উদ্যোগ

এম এইচ রবিন ●

স্কুলের জায়গা বরাদ্দ দিতে মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। এ জায়গা বরাদ্দ দিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবিও উপেক্ষা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সূত্র মতে, ঢাকা মহানগরীতে ৬টি সরকারি কলেজ এবং ১১টি মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণ প্রকল্প নেয় সরকার। এর আওতায় নির্মিত হয় 'মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের অভ্যন্তরে খেলার মাঠ নিয়ে ও অধ্যক্ষের বাসভবন ভেঙে প্রায় এক একর জায়গায় নির্মাণ করা হয় স্কুলটি। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিদ্যালয়টি একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে।

স্কুলের জন্য বরাদ্দ করা ৮৮ শতক জমির কিছু এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

স্কুলের জায়গা দিতে কলেজ ভবন ভাঙার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অংশ মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের প্রশাসনিক ভবনের মধ্যে (তিনটি রুম) পড়েছে। এখন ওই জায়গাটুকু স্কুলের অধীনে নিতে তৎপর স্কুলসংশ্লিষ্টরা। কলেজের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী ও কর্মচারীসহ সবাই প্রশাসনিক ভবনের ওই অংশটুকু ভেঙে ফেলা বা স্কুলকে বরাদ্দ না দেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে কলেজের প্রশাসনিক ভবন ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ৬/১১ প্রকল্প পরিচালক স্বপন চন্দ্র পাল আমাদের সময়কে জানান, মোহাম্মদপুরে কলেজের সঙ্গে স্কুলের জমি নিয়ে সমস্যা পুরনো। তবে প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনে নেওয়া। এর বাস্তবায়ন করছেন তিনি। কলেজের প্রশাসনিক ভবন ভেঙে স্কুলের জন্য অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত জমি নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আছে কী? এর জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন, তা নেই। ভবন ভেঙে না হলেও স্কুলের জমির ওপর থাকা প্রশাসনিক ভবনের তিনটি রুম স্কুলের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার চিন্তা করছি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। কারণ স্কুল ও কলেজ দুটি প্রতিষ্ঠানই সরকারের।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল রাতে আমাদের সময়কে জানান, বিষয়টি তিনি জানেন না। খোঁজখবর নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা নেবেন।

জানা গেছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক গত ২৮ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেওয়া এক (ডিও লেটার) পত্রে উল্লেখ করেন, মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজটি নতুন আঙ্গিকে চালু হয়েছে সরকারের উদ্যোগে। শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী বাড়বে। কলেজের জন্য প্রশাসনিক ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই প্রশাসনিক ভবন বর্তমান যে কাঠামোয় ওপর আছে তা অক্ষত ও অক্ষুণ্ন এবং কলেজের নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুরোধ করছি। বিশেষভাবে উল্লেখ করছি, স্কুলভবন ও খেলার মাঠ নিয়ে যে জায়গা স্কুলের জন্য আছে তা যথেষ্ট। স্কুলের জন্য আর জায়গার প্রয়োজন নেই। স্কুলের এরিয়া নকশা সংশোধন করে প্রশাসনিক ভবনটি কলেজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

সরেজমিন দেখা যায়, স্কুলের জন্য বর্তমানে যে জায়গা রয়েছে তা যথেষ্ট। বর্তমানে স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন এবং খেলার মাঠও রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই স্কুলের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে না। তদুপরি ইতোমধ্যে স্কুলের ভবনটি ঊর্ধ্বমুখী ৬তলা সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের প্রশাসনিক ভবনটি অক্ষুণ্ন ও অক্ষত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কলেজের অধ্যক্ষ একেএম রেজাউল করিম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রাখবে।

কলেজের সমস্যাবলির দ্রুত সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তাদের আশঙ্কা, কিছু বেসরকারি কলেজের প্ররোচনায় সরকারি কলেজটি নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস চলছে।

এদিকে কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমের স্বার্থে উল্লিখিত সমস্যাবলির জরুরি ভিত্তিতে সমাধানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ৩০ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি ডিও লেটার দেন। এতে কলেজের ছাত্র হোস্টেলটি র‍্যাব-২ এর কাছ থেকে কলেজের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

কলেজের তথ্যানুযায়ী, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে এই কলেজে একাদশ শ্রেণিতে তিনটি বিভাগে (ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক ও বিজ্ঞান) প্রায় ৬৩৯ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

শিক্ষকরা জানান, ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও স্থাপনা নেই। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বিজ্ঞান ল্যাব' নেই। এখনো বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করা যায়নি। প্রয়োজন 'বাণিজ্য ভবন' ও 'কলা ভবন'। কলেজের মূল একাডেমিক ভবনের এক পাশে মাধ্যমিক স্কুল অন্য পাশে র‍্যাবের কার্যালয়ের কারণে সংকুচিত হয়ে পড়ছে কলেজের পরিধি। শিক্ষকদের বসার জন্য টিচার্সরুম নেই, বসার রুমগুলো জরাজীর্ণ, ব্যবহার অনুপযোগী আসবাবপত্র। ৬০ দশকে নির্মিত রুমগুলো সংস্কার করা হয়নি।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এখানে নেই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, কম্পিউটার ল্যাব, অডিটরিয়াম, কমনরুম, খেলার মাঠ এবং লাইব্রেরির অবস্থাও করুণ ও জরাজীর্ণ। একমাত্র ছাত্রাবাসটিও ২০১৩ সাল থেকে র‍্যাব-২ এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ রোডে ৩ একর জমিতে ১৯৬৫ সালে দক্ষ অফিসকর্মী তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। সনাতন পাঠক্রমে শিক্ষার্থী সংকটের কারণে বিলুপ্তপ্রায় ইনস্টিটিউটগুলোকে সরকার সাধারণ কলেজে রূপান্তর করে।